তারিখ ..... 18 APR 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

যুগান্তর

ভিকারুন নিসা স্কুল ও কলেজ

গভর্নিং বডি নির্বাচন ঘিরে জমজমাট প্রচারণা

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী ২২ এপ্রিল ভিকারুন নিসা নূন স্কুল ও কলেজের গভর্নিং বডি (জিবি) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রায় ৯ বছর পর অনুষ্ঠেয় এই নির্বাচন সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ও শাখা ক্যাম্পাসগুলো সরগরম হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ক্যাম্পাসের আশপাশের দেয়াল ইতিমধ্যে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। প্রার্থীরা দিনরাত প্রচারণা চালাচ্ছেন। ক্লাস সময়ে প্রতিষ্ঠানটির সামনে অভিভাবকদের সঙ্গে তারা কুশল বিনিময় করেন। আর পরে রাত পর্যন্ত ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন। নির্বাচনে ভোটার প্রায় ২৩ হাজার। এর মধ্যে প্রধান ক্যাম্পাস বেইলি রোড শাখায়ই প্রায় ১৩ হাজার। বসুন্ধরা শাখায় সাড়ে পাঁচ হাজার, ধানমণ্ডি শাখায় এক হাজার ৭০০ ও আজিমপুর শাখায় প্রায় দুই হাজার ৮০০ ভোটার রয়েছেন। ২২ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চার শাখায় একযোগে ভোটগ্রহণ করা হবে।

ভোট ২২ এপ্রিল
২৩ হাজার অভিভাবকের
প্রার্থী ৩০

এবারের এই নির্বাচনে শিক্ষক ও অভিভাবক প্রতিনিধির ৯টি পদে ৪২ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন ছয়জন। তাদের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে দু'জন করে, প্রাথমিক স্তরে একজন ও একজন সংরক্ষিত নারী অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হবেন। শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন তিনজন। এর মধ্যে কলেজ ও বিদ্যালয় স্তরে একজন করে এবং একজন সংরক্ষিত নারী সদস্য। এসব পদের জন্য ৩০ অভিভাবক ও ১২ শিক্ষক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। প্রবিধানমালা অনুযায়ী, একজন সভাপতির নেতৃত্বে ১১ সদস্য নিয়ে প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি গঠিত হবে। বাকি দু'জন থাকবেন অধ্যক্ষ। তিনি পদাধিকারবলে সদস্য সচিব হবেন। এ ছাড়া একজন বিদ্যোৎসাহী সদস্য থাকবেন।

অভিভাবক প্রতিনিধি হিসেবে প্রার্থীরা হলেন— উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইউনুছ আলী আকন্দ, সাবিনা চৌধুরী, আফরোজা আলম, রাজু আলীম, আতাউর রহমান, এনায়েত করিম ও মোশারফ হোসেন। মাধ্যমিক স্তরে আনোয়ার কবির ভূঁইয়া, এবিএম মনিরুজ্জামান, জাফর আহমেদ ভূঁইয়া, মুজিবুর রহমান হাওলাদার, মারুফ আহমেদ মনসুর, ফয়সাল বাবুল, সহিদুল ইসলাম জমাদার, হেলাল উদ্দিন ও সিদ্দিকী নাছির উদ্দিন। প্রাথমিক স্তরে আছেন আতিকুর রহমান দর্জি, আনিসুর রহমান, গাজী কাউসার আহমেদ, খাজা সলিম উল্লাহ, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মীর মো. শাহাবুদ্দিন, তাওহীদুল হক, মো. শাহ আলম, মো. সোহেল ও সুজাউদ্দিন আহমেদ। সংরক্ষিত নারী অভিভাবক সদস্য পদে প্রতিযোগিতা করছেন কামরুন্নাহার খানম লাকি, রানী পারভীন, তিন্না খুরশীদ জাহান ও মুর্শিদা আখতার।

এ ব্যাপারে বসুন্ধরা শাখা থেকে অভিভাবক কামরুন্নাহার খানম বলেন, প্রধান ক্যাম্পাস বাদে অন্য শাখাগুলোতে অভিভাবকদের বসার জায়গা নেই। ওয়াশরুমগুলোর অবস্থা একেবারেই খারাপ। এগুলো ঠিক করতে কাজ করব। এ ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে একটা দূরত্ব রয়েছে। ছাত্রীদের প্রতি অভ্যন্তরীণভাবে কিছু বৈষম্যও আছে। এসবই কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করব। সর্বোপরি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শিশুকে নিজের সন্তানের মতো খেয়াল রাখাই হবে আমার কাজ। ৯ বছর নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকা এবং পরিচালনা নিয়ে নানা অভিযোগ-আপত্তি থাকায় এই প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে তেমন আগ্রহ ছিল না। তবে সম্প্রতি এক মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সংসদ সদস্যরা তাদের ইচ্ছামতো গভর্নিং বডি ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না মর্মে আদালত রায় দেন। এই স্কুলেরই একজন অভিভাবক সেই মামলা করেন। এ কারণে স্কুল পরিচালনায় স্বচ্ছতা আসতে পারে ভেবে অভিভাবকরাও নির্বাচন নিয়ে দারুণ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। নাম প্রকাশ না করে কয়েকজন অভিভাবক জানান, নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকলে সাধারণ ছাত্রীদের সমস্যা, দাবি ও স্বার্থ নিয়ে কথা বলা যায়। এজন্য নির্লোভ, যোগ্য এবং সাহসী অভিভাবকদের তারা ভোট দেবেন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন যুগান্তরকে বলেন, নিয়ম অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর স্থানীয় সংসদ সদস্যের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে অধ্যক্ষ সভাপতি হিসেবে তিনজনের একটি প্যানেল পাঠাবেন। ওই তিনজন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে হতে পারে, বাইরে থেকেও হতে পারে। যদি বাইরে থেকে নাম প্রস্তাব ও অনুমোদন পায় তাহলে গভর্নিং বডির সদস্য সংখ্যা হবে ১২।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর